গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০তম সভা ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ তারিখ দুপুর ১.০০ টায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব আবদুস সোবহান সিকদার এর সভাপতিত্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য/কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক' তে দেখানো হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য-সচিব জনাব মোঃ আলী মোস্তাফা চৌধুরী - কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

০১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১৭-১১-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৯তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১৭-১১-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৯তম সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। কার্যবিবরণী সম্পর্কে সম্মানিত সদস্যদের নিকট হতে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব/মন্তব্য না পাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

০২। বিগত ১৭-১১-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ১৯তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

২.১ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা ভবন নির্মাণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগের ভৌত অবকাঠামোর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা গত ০৬-০৬-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভবনের জন্য প্রস্তাবিত জায়গার সয়েল টেষ্ট এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি পূনর্গঠন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধির নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান যে, ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ শেষ হয়েছে এবং পুনর্নির্ধারিত সিডিউল অনুযায়ী ফেব্রুয়ারী/২০১৪ মাসের মধ্যে ডিপিপি পূনর্গঠনের কাজ (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনসহ) শেষ করা সম্ভব হবে। সভায় সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল কাজ দ্রুত শেষ করে পূনর্গঠিত ডিপিপি ফেব্রুয়ারী/২০১৪ মাসের মধ্যে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণের জন্য পুনরায় অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভবন নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ সংশ্লিষ্ট সকল কাজ দ্রুত শেষ করে পূনর্গঠিত ডিপিপি ফেব্রুয়ারী/২০১৪ মাসের মধ্যে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা বিভাগের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত প্রকল্প বিভাগ-২, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
(২) সহকারী প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

২.২ বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

রাজশাহী সরকারি কমিউনিটি সেন্টার বাস্তবতার নিরিখে স্বল্পব্যয়ে সংস্কার ও মেরামত কাজ করার বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী এর সভাপতিত্বে গত ০৪-০২-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কমিউনিটি সেন্টারটি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য অতিরিক্ত যে কাজ করা দরকার সেগুলি সনাক্ত করে স্বল্প ব্যয়ে সংস্কার ও মেরামত কাজের একটি পূর্নাঙ্গ প্রাক্কলন তৈরি করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ-১, রাজশাহী কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়।

বোর্ডের খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-পরিচালক সভায় জানান যে, খুলনার সরকারি কমিউনিটি সেন্টারের মেরামত ও সংস্কারের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-১, খুলনা কর্তৃক টাঃ ২৪,৯৯,৭২৭/- এর প্রাক্কলন তৈরী করে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনার মাধ্যমে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন পাওয়া গেলে সংস্কার কাজের পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।

অপরদিকে ১৯তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চট্টগ্রামের কমিউনিটি সেন্টারটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনার পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে সভায় জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) রাজশাহী ও খুলনার সরকারি কমিউনিটি সেন্টার দু'টির সংস্কার কাজের জন্য Cost Benefit Analysis সহ অনুমোদিত প্রাক্কলন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(২) চট্টগ্রামের কমিউনিটি সেন্টারটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হলে সেপ্রেক্ষিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/খুলনা/চট্টগ্রাম।

২.৩ সোনালী ব্যাংকের পাওনা টাঃ ৫৫(পঞ্চান্ন) কোটি পরিশোধ প্রসঙ্গে।

১৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোনালী ব্যাংক লিমিটেডকে ১২-০১-২০১৪ তারিখে এবং বোর্ডের ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়কে হিসাব চুড়ান্ত করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য সর্বশেষ ২৬-১১-২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর সভাপতি বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহকে কার্ড ভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত অর্থের চুড়ান্ত হিসাব বিবরণী তৈরি করে আগামী ১৩-০৩-২০১৪ তারিখের মধ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে সোনালী ব্যাংকের কর্পোরেট শাখার নিকট প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত হিসাবের ভিত্তিতে সোনালী ব্যাংক কার্ড ভিত্তিক কত টাকা প্রদান করেছে তার হিসাব বিবরণী তৈরি করে রিকনসাইল করার পর সমন্বিত হিসাব বিবরণী বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করে বলেন যে, সকল বিভাগ থেকে চুড়ান্ত হিসাব পাওয়া গেলে এ বিষয়ে আর কোন গড়মিল/ মতানৈক্য থাকবে না।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) কেন্দ্রীয়ভাবে সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা ও বোর্ডের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সমন্বিত হিসাব ত্বরান্বিত করতে হবে।

(২) কার্ড ভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত অর্থের চুড়ান্ত হিসাব বিবরণী তৈরি করে আগামী ১৩-০৩-২০১৪ তারিখের মধ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে সোনালী ব্যাংকের কর্পোরেট শাখার নিকট প্রেরণ করতে হবে।

(৩) বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ ও বিভাগীয় পর্যায়ে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখা হিসাব রিকনসাইল করার পর সমন্বিত হিসাব বিবরণী বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, রমনা কর্পোরেট শাখা।

(৩) উপ-পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ ও বিভাগীয় পর্যায়ে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখা।

২.৪ মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের হল রুমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন এবং সংস্কার কাজ প্রসংগে।

মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারে শীতাতপ যন্ত্র স্থাপন ও সিভিল কাজ সম্পাদনের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক টাঃ২২,০০,০০০/- (বাইশ লাখ) মাত্র এর মধ্যে প্রাক্কলন তৈরীর কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে বলে সভায়

জানানো হয়। সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ফেব্রুয়ারী/২০১৪ মাসের মধ্যে প্রাক্কলন তৈরির কাজ শেষ করে উক্ত কাজ সম্পাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবতার আলোকে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে পরবর্তী বোর্ড সভায় অর্থ মঞ্জুরীর জন্য প্রস্তাব করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মতিঝিলস্থ কমিউনিটি সেন্টারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন ও সিভিল কাজ সম্পাদনের জন্য গঠিত কমিটির মাধ্যমে প্রাক্কলন তৈরির কাজ ফেব্রুয়ারী/২০১৪ মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

(২) বাস্তবতার আলোকে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে পরবর্তী বোর্ড সভায় অর্থ মঞ্জুরীর জন্য প্রস্তাব পেশ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.৫ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মৃত্যুর পর কবরস্থানের জন্য অকৃষি খাস জমি জায়গা বন্দোবস্ত নীতিমালা মোতাবেক বন্দোবস্ত গ্রহণের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

কবরস্থান নির্মাণের জন্য সরকারের অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত/অধিগ্রহণের জন্য ২৭-০১-২০১৪ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং জমি বন্দোবস্ত গ্রহণের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ বরাবরে ১২-০২-২০১৪ তারিখে আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কবরস্থানের জন্য সরকারের অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত/অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২০ তম সভার আলোচ্য বিষয় ও গৃহিত সিদ্ধান্তসমুহ।

১। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্ট নির্ধারণ সংক্রান্ত।

প্রজাতন্ত্রের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের অনধিক দু'সন্তানকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য বছরে একবার রাজস্ব বাজেট থেকে প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থায় সকল বিষয়ে পাশ করে গড়ে ৪০% নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ০৩-০৯-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষাবৃত্তি উপ-কমিটির সভায় কয়েকজন সদস্য মতামত ব্যক্ত করেন যে, যেহেতু এটি শিক্ষাবৃত্তি সেহেতু মেধাকে কিছুটা প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে। তদানুযায়ী পূর্ববর্তী বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে ৫০% অথবা জিপিএ বি গ্রেডে উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীদেরকে শিক্ষাবৃত্তি দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

সভায় সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বর্তমানে শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের পাশাপাশি শিক্ষার মূল্যায়নে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। কাজেই কল্যাণ বোর্ড হতে লেখাপড়ার জন্য যে শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হয় সেক্ষেত্রে মেধার ভিত্তিতে না হলেও শিক্ষার ন্যুনতম মান বজায় রাখার জন্য পাশ নম্বরসহ গড়ে ৫০% নম্বর পেয়ে অথবা জিপিএ বি গ্রেডে উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের অনধিক দু'সন্তানকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পাশ নম্বরসহ গড়ে ৫০% নম্বর পেয়ে অথবা জিপিএ বি গ্রেডে উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২। ২য় শ্রেণী পর্যন্ত মহাপরিচালক-কে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নিয়োগ এবং পদোন্নতি, উচ্চতর বেতনস্কেল, সিলেকশন গ্রেড ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি গঠনের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন।

সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর ও সাবেক বোর্ড অব ট্রাষ্টিজকে একীভূত করে ২০০৪ সালে ১নং আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইনের ৩০ ধারা মোতাবেক বোর্ড উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে এবং তাঁর চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান নির্ধারিত হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১৩ বাংলাদেশ গেজেটে

প্রকাশিত হয়েছে। বোর্ডের শুন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে উক্ত প্রবিধানমালার ২(১০) প্রবিধান অনুযায়ী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অর্থ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড বা কোন নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে বোঝায়। ইতোমধ্যে সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক নথির মাধ্যমে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং নিম্নরূপভাবে ২টি বাছাই কমিটি অনুমোদন করা হয়।

(ক) দশম, একাদশ ও দ্বাদশ গ্রেডভূক্ত ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ/পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড ইত্যাদি প্রদান সংক্রান্ত বাছাই কমিটিঃ

(০১)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	-	সভাপতি
(০২)	যুগ্ম-সচিব(সওক)/উপ-সচিব(সওক), জনপ্রশসান মন্ত্রণালয়।	-	সদস্য
(০৩)	যুগ্ম-সচিব(ব্যয় নিয়ন্ত্রণ), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(০৪)	পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা),বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	-	সদস্য
(০৫)	বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(০৬)	পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।	-	সদস্য-সচিব

(খ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী নিয়োগ/পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড ইত্যাদি প্রদান সংক্রান্ত বাছাই কমিটিঃ

(০১)	পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।	-	সভাপতি
(০২)	সিনিয়র সহকারী সচিব, কল্যাণ শাখা, জনপ্রশসান মন্ত্রণালয়।	-	সদস্য
(০৩)	পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা),বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	-	সদস্য
(০৪)	বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(০৫)	উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১৩ অনুযায়ী বোর্ডের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ গ্রেডের ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাসহ তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী সরাসরি নিয়োগ/পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/সিকেশন গ্রেড ইত্যাদি প্রদানের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রদান।

(২) সভাপতি প্রয়োজন অনুসারে কমিটিতে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপট করতে পারবেন।

মহাপরিচালক-কে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ও ২টি বাছাই কমিটি গঠনের (কমিটির কর্মপরিধিসহ) বিষয়টি ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ২য় শ্রেণী পর্যন্ত কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক-কে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ও উপরোক্ত ২টি বাছাই কমিটি গঠনের বিষয়টি ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদন করা হয়।

বাস্তবায়ন ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৩। বিবিধ ঃ

(ক) হিন্দু সম্প্রদায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য শ্মশান নির্মাণ প্রসঙ্গে।

বোর্ডের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ঢাকার পোস্তগোলায় একটিমাত্র শ্মশানঘাট রয়েছে যা পর্যাপ্ত নয়। সে বিবেচনায় ঢাকা শহরের উত্তরদিকে বা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে একটি শ্মশান নির্মান করার বিষয়ে বোর্ডের সদয় পরবর্তী নির্দেশনার জন্য উপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় মতামত ব্যক্ত করেন যে, জেলা প্রশাসকগণকে শ্মশান নির্মাণের নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ জেলা প্রশাসকগণকে শ্মশান নির্মাণের নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানাতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(খ) বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়ে স্টাফবাস প্রদান প্রসঙ্গে।

বিভাগীয় কমিশনারগণ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় সদরে বর্তমানে যে বাসগুলো চালু আছে সেগুলো অনেক পুরাতন ও জরাজীর্ণ হওয়ায় ঐগুলির পরিবর্তে ভালো মানের বাস দেয়ার জন্য সভায় অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত বাসগুলোকে প্রয়োজনীয় মেরামতপূর্বক রং এর কাজ করে স্টাফবাস সার্ভিস অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

অপরদিকে রংপুর বিভাগে স্টাফবাস চালু করার বিষয়ে রুট জরিপ, যাত্রীসংখ্যা নিরুপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে পরবর্তীতে বাস বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেটের বাসগুলোকে প্রয়োজনীয় মেরামতপূর্বক রং এর কাজ করে স্টাফবাস সার্ভিস অব্যাহত রাখতে হবে।

(২) রংপুর বিভাগে স্টাফবাস চালু করার বিষয়ে রুট জরিপ, যাত্রীসংখ্যা নিরুপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রধান কার্যালয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) উপ-পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর।

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আবদুস সোবহান সিকদার)
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।